যুগান্তর

তারিখ ...21 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...৯... কলাম ...৯...

যুগান্তরের গোলটেবিল বৈঠক

সৃজনশীলের ত্রুটি দূর করতে দরকার প্রশিক্ষণ ও তদারকি

গত ৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক যুগান্তর 'সৃজনশীলের ভালো-মন্দ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদসহ অতিথিদের বক্তব্যের চুম্বকাংশ এবং সুপারিশগুলো তুলে ধরা হলো

সভাপতি
সাইফুল আলম
যুগান্তর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

সঞ্চালক :
রফিকুল ইসলাম রতন
উপ-সম্পাদক
দৈনিক যুগান্তর

গ্রন্থনা :
মুসতাক আহমদ, সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর
কাজী জেবেল, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর

নুরুল ইসলাম নাহিদ : আজকে একটি প্রাণবন্ত ও ভালো আলোচনা হয়েছে। এখানে উপস্থিত থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়েছি। সবার কাছ থেকে বোঝা, শেখা ও জানার সুযোগ হল। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে শিক্ষার স্বার্থে এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আমি যুগান্তর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

আমরা বর্তমানে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিই। এটা শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন মূল্যায়নের একটি অত্যাধুনিক স্বীকৃত ব্যবস্থা। সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে আমরা এতক্ষণ দীর্ঘ আলোচনা করলাম। এই সৃজনশীল পদ্ধতি আমাদের আবিষ্কৃত নয়। এ পদ্ধতি নিয়ে আমেরিকায় গবেষণা হয়েছে। আমাদের দেশে ২০০৯ সালে এটি প্রবর্তন হয়। দেশের যারা প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ তারা এই পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।

সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে এতক্ষণ আমরা যে সব পর্যবেক্ষণ শুনলাম, তাতে বলা যায়— সমস্যাটা পদ্ধতির মধ্যে নয়, প্রয়োগ ক্ষেত্রে। অভিযোগ এসেছে, এমসিকিউ প্রশ্ন ও পরীক্ষা নিয়ে। বিষয়টি আমাদের নজরেও এসেছে। বর্তমানে ৪০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা হয়। পূর্ণমান কমানো বিষয়ে আমরা চিন্তা করছি। আস্তে আস্তে কমিয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসব, যাতে সবাই মিলেমিশে উত্তর দিতে না পারে।

আমাদের ভুল-ত্রুটি যে নেই তা নয়। সবকিছু ভালো করেছি, তাও বলব না। তবে এ সমস্যাকে উন্নয়নের সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মা কষ্ট সহ্য করেই আমাকে দুনিয়াতে এনেছেন। সন্তানের মুখ দেখতে মাকে বেদনা সইতে হয়। সুতরাং উন্নয়নের বেদনাও সহ্য করতে হবে। আমরা যত উন্নত হব, সমস্যা তত বাড়বে। তা আবার সমাধানের রাস্তাও আছে। তাই উন্নত হয়ে গমন কেউ থামায় না। সৃজনশীল পদ্ধতিতে আমরা যে সব সমস্যার কথা জানলাম, সেটাও উন্নয়নের সমস্যা।

এ পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন পর্যালোচনা আসছে। প্রশ্ন তৈরি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, বই লেখা ইত্যাদি নানা বিষয় আজকের আলোচনায় এসেছে। সবার বক্তব্য নোট নিয়েছি। আমার সহকর্মীরাও নোট নিয়েছেন। এখানে যে সব ভুল-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়েছে এবং সুপারিশ পাওয়া গেছে, সেগুলোর আলোকে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

এটা ঠিক, আমাদের নানা সমস্যা রয়েছে। দক্ষ শিক্ষক তার মধ্যে একটি। শিক্ষার্থী ফেল করার সমস্যাও আরেকটি। শিক্ষায় বিনিয়োগের সমস্যাও কম নয়। গোটা বিশ্বেই বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলছে। অথচ গত বছর আমাদের জিডিপির ২.২ শতাংশ শিক্ষায় বরাদ্দ ছিল। এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ১.৮ শতাংশ। এইচএসসি'র পাঠ্যক্রম আর সময়ের সমন্বয়ের কথাও এসেছে। বলা হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা যে সময় পায়, সে সময়ে সিলেবাস শেষ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য আমরা শিক্ষকদের ডাকব। তাদের মতামত নিয়ে এ বিষয়ে যৌক্তিকতা আনা হবে।

শিক্ষকরা শিক্ষা পরিবারের মূল নিয়ামক শক্তি। তারা আমাদের মাথার মণি। তবে এটা ঠিক, একশ্রেণীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আছে। কিছু ব্যক্তি আছেন শিক্ষক নামধারী। তারা প্রশ্ন ফাঁস করেন। কোচিং বাণিজ্য করেন। এখন যত ভালো শিক্ষক তত ভালো কোচিং ব্যবসা। ক্লাসেও তত কম লেখাপড়া। ক্লাসে কম পড়ান এ জন্য যে, বুঝিয়ে দিলে তাহলে তো আর প্রাইভেট পড়তে আসবে না। আমরা এমন মানসিকতার শিক্ষক চাই না। যে সব শিক্ষক প্রশ্ন ফাঁস করেন আর কোচিং বাণিজ্য করান, তারা শিক্ষক নামের কুলাঙ্গার। এমন ব্যক্তিদের এ পেশা থেকে বের করে দিতে হবে। শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে এটা 'মোর দ্যান প্রফেশন' (এটা পেশার চেয়েও বেশিকিছু)। ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়ে এ দেশ এনে দিয়েছেন। তারা জীবন ত্যাগ করেছেন। শিক্ষকদের আমি ত্যাগের আহ্বান জানাব। আসুন, আমরা যে যেখানে আছি, সেখানে থেকেই দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করি।

অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী : আমেরিকান শিক্ষা তত্ত্ববিদ বেঞ্জামিন ব্লুম গত শতকের পঞ্চাশের দশকে শিক্ষার্থী মূল্যায়নে 'কাঠামোগত পদ্ধতি' আবিষ্কার করেন। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিখনের জন্য ব্লুমের 'টেক্সোনমি'কে অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মেধার জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ও সৃষ্টিক্ষম করে তোলার জন্য সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। আমাদের গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে পাঠ্যবইয়ের সীমিত অংশ থেকে প্রশ্ন করা হতো। এ কারণে শিক্ষার্থীরা আর শিক্ষার্থী নয়, নম্বরপ্রার্থী হয়ে যেত। ফলে পাঠ্যবইয়ের বিরাট অংশ তাদের জ্ঞানের বাইরে থেকে যেত। সৃজনশীল পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো কিছুই মুখস্থ করতে হয় না। কিন্তু পুরো বই পড়তে হয়। কেন না এই পদ্ধতিতে প্রশ্ন করা হয় পাঠ্য বইটির সব অংশ থেকে। এ প্রশ্নপদ্ধতির উত্তর দিতে শিক্ষার্থীকে পাঠ্যবইয়ের তথ্যগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং চারপাশের জীবন ও বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগ করতে শিখতে হবে। এ প্রশ্ন পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মুখস্থ নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসা। এ পদ্ধতি আত্মস্থ করা বিদ্যা মূল্যায়নের একটি প্রক্রিয়া। একই প্রশ্নের উত্তরের ফলাফলে যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা গিয়েছিল তা কমিয়ে আনা। এ পদ্ধতি উত্তরপত্র মূল্যায়নে আদর্শ মাপকাঠি এবং অগ্রসর ও অপেক্ষাকৃত কম অগ্রসর শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তবে এটা ঠিক সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতার কয়েকটি দিক চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নে একদিকে আর্থিক বিষয়বস্তু রয়েছে। অপরদিকে সামাজিক ও আচরণিক বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব, বিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয়ের ...পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে প্রধান শিক্ষকদের অনীহা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অভাব, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। এ সব সমস্যা থেকে উত্তরণে ১০টি সুপারিশ তুলে ধরেন।

রতন কুমার রায় : এই পদ্ধতির একটি সার্বজনীন রূপ রয়েছে। পদ্ধতি বুঝতে পারলে তা সব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগের পন্থা অভিন্ন। যে কারণে আমরা এই পদ্ধতির জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেইনি। আমরা প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে তিনটি দিকে নজর দিয়েছি। সেগুলো হচ্ছে, কীভাবে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হয়। কীভাবে তা পরিমার্জন (মডারেশন) করতে হয়। আর তৃতীয়টি হচ্ছে খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি।

প্রায় সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষক আছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে। আমাদের জানা মতে, একজন শিক্ষকও প্রশিক্ষণের বাইরে নেই। মাস্টার ট্রেইনারকে ৩ সপ্তাহের আর সাধারণ শিক্ষককে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তারপরও কথা উঠেছে, সবাই প্রশিক্ষণ পাননি। প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা আমরা করি না। অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষককে চিঠি দেই শিক্ষক পাঠানো জন্য। কিন্তু অনেক মৌলিক বিষয়ের শিক্ষককে পাঠান না। সে ক্ষেত্রে একই শিক্ষককে বারবার পাঠানোর ঘটনাও রয়েছে। আমাদের পক্ষে স্কুলে স্কুলে গিয়ে সার্চ করে আনা সম্ভব নয়। এ জন্য শিক্ষকদেরই আগ্রহী হতে হবে।

এই পদ্ধতিতে বেশি নম্বর পাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়। বেশি নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে আসলেই সিস্টেমের পরিবর্তনের একটি ভূমিকা রয়েছে। আগে যে প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য একজন শিক্ষক ৮ দিতেন, আরেকজন দিতেন ২০ নম্বর। এই ভেরিয়েশন (পার্থক্য) কমিয়ে আনতে প্রশ্নের পূর্ণমান কমানো হয়েছে। পাশাপাশি ভগ্নাংশে নম্বর দেয়াও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, নোট-গাইডের থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। এর জন্য পদ্ধতি দায়ী নয়। যিনি প্রশ্ন করবেন তাকে এ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হতে হবে।

অধ্যাপক একেএম ছায়েফউল্যা : সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে তেমন কোনো মন্দ দিক নেই। তবে এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে সমস্যা থাকতে পারে। ওই সমস্যা সমাধানে অনেক আলোচনা হয়েছে। এসব দিকে আমাদের নজর থাকবে।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে গাইড বইয়ের যাতে প্রভাব না পড়ে সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রশ্নপত্র তৈরি ও পরিমার্জনের স্থানে সিসি ক্যামেরা থাকে। একইভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নে শিক্ষকরা মনোযোগী থাকেন। তবে মোদ্দাকথা হচ্ছে, শিক্ষকদের নৈতিকতা উন্নত করতে না পারলে সৃজনশীলতায় সুফল পাওয়া যাবে না।

বর্তমানে পাঠ্যবই আগের চেয়ে অনেক আধুনিক। ১৯৯৫ সালে ইতিপূর্বে কারিকুলাম তৈরি হয়েছিল। তার আলোকে তৈরি পাঠ্যবই ১৭ বছর ধরে পড়ান হয়েছে। ২০১২ সালে কারিকুলাম পরিমার্জন করা হয়েছে। সেই আলোকে বই মুদ্রণ করা হয়েছে।

সাইফুল আলম : আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করে আজকে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা হিসেবে সংবাদ প্রকাশ করে। পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে এ ধরনের গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। এ ধরনের আয়োজনে সংশ্লিষ্টদের আলোচনায় সমস্যা ও সম্ভাবনার দিকগুলো উঠে আসে, যা আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আমরা এর আগেও শিক্ষা নিয়ে দেশব্যাপী সরেজমিন কাজ করেছি। মেধা বিকাশে ছয় বছর আগে যুগান্তরের উদ্যোগে 'ডিজিটাল ক্যাম্পাস' প্রচারণা চালানো হয়। শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার পরিচালনা ও আইটি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ কার্যক্রম চলে। এতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী কম্পিউটার সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছিল।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করলাম। ২০০৬ সাল থেকে এ বিষয়ে আলোচনা শুনলেও বাস্তবায়ন হয়েছে ২০১০ সালে, যা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। জ্ঞানের জগৎ আরও প্রসারিত করতে আমরা নতুন একটি পদ্ধতিতে ঢুকেছি। কিন্তু চর্চার ক্ষেত্রে দেখলাম অনেক জায়গায় ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। মন্ত্রী মহোদয় নিজেও বলেছেন, অনেক ত্রুটি শুধরানো হয়েছে। আরও কিছু বাকি রয়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো কিছু করা। শিক্ষার মান অনেক দূর এগিয়েছে। এটা আমাদের অর্জন। তবে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী এগিয়ে যেতে হলে আরও অনেক কিছু বাকি রয়েছে। আজকের আলোচনায় সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির ভালো দিকের পাশাপাশি অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় উঠে এসেছে। আমি আশা করি, আগামী দিনে এ সব ত্রুটি শুধরে আরও ভালো কিছু করতে পারব।

অধ্যাপক মতিউর রহমান : সৃজনশীল পদ্ধতি ভালো। সমস্যা যা কিছু আছে তা এর বাস্তবায়নে। যারা এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করেন এটা তাদের সমস্যা। তবে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদে প্রশিক্ষণ দিতে পারলে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটান সম্ভব।

দেশে যত শিক্ষক আছেন তাদের একমাস করে প্রশিক্ষণ দিলে অনেক সময় লেগে যাবে। তাই বলে এ পদ্ধতি ফেলে দিতে পারব না। ভুল-ত্রুটি শুধরে এ পদ্ধতি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে ৪০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন নিয়ে আপত্তি রয়েছে। এ ৪০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় পরীক্ষার হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের ফিসফিসানি চলে। অনেক শিক্ষক নানাভাবে উত্তর বলে দেন। তাই মেধার মূল্যায়নের খাতিরেই এমসিকিউ-এর পূর্ণমান ৪০ নম্বর থেকে কমিয়ে ১০ নম্বরে